পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ দুষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

পরিবেশ দুষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হলো ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।-** এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

(খ) "পরিবেশ আইন" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এবং কোন আইনে পরিবেশ আদালতে বিচারের জন্য কোন বিষয় নির্ধারিত থাকিলে উক্তরুপ আইনও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে একটি পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমুহ বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার।–** (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালত বিচারার্থ গ্রহণ (Cognizance), বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

(২) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত "দণ্ড আরোপ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবে।"

(৩) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ এই আইনের অধীন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে না এবং এইরূপ ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিবেশ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপ-ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে সরাসরি উক্ত অভিযোগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ, অভিযোগের ভিত্তিতে, আমলে নিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আপীল আদালত মামলার কোন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বোধ করিলে, বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা অন্য কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর এবং এই প্রকার স্থানান্তরিত মামলা পুনরায় স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।

৬। **প্রবেশ অধিকার ইত্যাদি।–** মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৭। **তদন্তের ক্ষমতা।**- (১) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিবেশ আইনের অধীনে কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির অতিরিক্ত বা কোন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রয়োজন থাকিলে সরকার এতদ্‌উদ্দেশ্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮। **পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা।–** (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য

হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ধারা ৫(৩) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন এবং আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মুলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

৯। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।**– (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবি একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।**– (১) মামলা যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংগঠনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেনা।

১১। **আপীল।**– (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জগঠন সংক্রান্ত আদেশ, অপরাধ আমলে লওয়ার আদেশ ব্যতীত অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবেনা।

(৪) উপ–ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

১২। **পরিবেশ আপীল আদালত**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্যে হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৩। **বিচারাধীন মামলা।**– এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।